রমিজ বাণীতে উল্লেখিত পরিভাষা সমুহ

মহাগুরু রমিজ তাঁর অনেক বাণীতে বন্ধু, বন্ধুরে, সখি, সখিগো, শ্যাম বন্ধু, প্রাণ বন্ধু, সুবল ইত্যাদি সম্বোধন সূচক শব্দ চয়ন করতঃ বাণীগুলোতে পরিভাষা হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। উল্লেখিত পরিভাষাগুলো তিনি যে অর্থে বা ভাবার্থে ব্যবহার করেছেন তা তার ভক্তদের সুবিধার্থে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. *মন/মনরে→ চিত্ত, অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, হৃদয়, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি।*
২. *মন-মাঝি→ দেহ-মন-হৃদয়-আত্মা-জ্ঞান ইত্যাদির পরিচালক। এ পরিচালক, বাণীর উদ্দেশ্য ও অর্থভেদেও গুরু, মহাগুরু, পরমাত্মা, ব্রহ্মা বা স্রষ্টা ইত্যাদি হতে পারে।*
৩. *বন্ধু, বন্ধুরে→ মিত্র, সখা, হিতৈষী, কল্যাণকারী ব্যক্তি, সুজন, প্রিয়জন ইত্যাদি।*
৪. *সখি/সখী → সঙ্গী, সহচর, সুহৃদ।*
৫. *শ্যাম/শ্যাম বন্ধুয়া→ ভালবাসার পাত্র বা প্রেম করা হয়েছে এমন পাত্র। যেমম- গুরু, কৃষ্ণ, স্রষ্টা, পরমাত্মা ইত্যাদি।*

উক্ত পরিভাষাগুলো রমিজ বাণীর একটি বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়াও তাঁর আরো বৈশিষ্ট্য হলো যে-

গুরু রমিজ আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডে লোক দেখানো বেশ-ভূষাকে কখনো পছন্দ করেননি। *লাল-সাদা ইত্যাদি রং-বেরংয়ের কাপড় পড়ে, লম্বা চুল এবং মাথায় জটা রেখে, গলায় তজবী ঝুলিয়ে যেমন সাজ তেমন হয়ে বহুরূপী ভাব ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করে মন ভুলানো, মন মাতানো, লোক ঠকানো, লোক দেখানো, ভাওতাবাজী, ফকিরীর অভিনয় বা ভান করাকে তিনি সব সময়ই অপছন্দ করতেন*। তিনি এ সমস্ত বর্জন করে আত্মজ্ঞান দ্বারা নিজকে নিজে চিনার কথা বলেছেন।

ঐরূপ ভন্ড লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"বেশ ভূষাতে হয় না ঋষি
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিনে
জাতে জাতে মিশামিশি" ।

১. *লম্বা চুল মাথে জটা, পুরুষে দিলে মেয়ের ঘোমটা,*
পায়না তারে নাচলে খেমটা, ঘটে ঘটে দেখ আছে বসি ।

২. *লাল হলুদ বেশ পরিলে, আরও যদি দেয় তসবি গলে,*
পায়না তারে ভূমন্ডলে, তালাস করিলে দিবানিশি ।

৩. ----------

৪. ----------

বাণী-০৯ (অলৌকিক সুধা)

মহাগুরু রমিজের রচনার আরেকটি বিশেষ দুর্লভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো তাঁর রচিত অনেক ভবিষ্যত বাণী রয়েছে, যা তিনি তাঁর মৃত্যুর ৫০ বছর পূর্বে এবং এখন থেকে ১০০ বছর পূর্বে লিখেছিলেন। ঐ সমস্ত বাণীর ফলাফল এখন পাওয়া যাচ্ছে ও দেখা যাচ্ছে।

যেমন তাঁর ভাষায় তিনি বলেছেন-

"আজব কারখানা কেহ নয় আপনা
খুঁজিয়া কাহারে পাবিনা" ।

১. *হবে মহামারী ছাড়তে হবে বাড়ী, খবর তারই জাননা,*
হবে লোকক্ষয় আরও বন্যার ভয়, কে কোথায় যাও নাই ঠিকানা ।

২. *আসিতেছে শত্রু হবে অপমৃত্যু, এবার খেলবে নতুন খেলা রব্বানা,*
রাস্তা-ঘাটে কত হত্যা অবিরত, কারো কথা কেউ শুনবেনা ।

৩. *রমিজ কয় প্রাণ কাঁপে ডরে, যুবালোক এবার নিবে ধরে,*
সাইক্লোন কম্পনে নিয়া যাবে উড়ে, উপায় কি তার বলনা ।

বাণী-০৭ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজ প্রণীত তিনটি বাণীর পুস্তকে এরকম অনেক ভবিষ্যত বাণী রয়েছে যা মানুষ পড়লে অবাক হবে। এ বাণীগুলোতে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তিনি যে মহাবিশ্ব প্রকৃতি ও স্রষ্টার সাথে বিলীন হয়ে আছেন তারই পরিচয় এবং প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাগুরু রমিজের রচনা বৈশিষ্ট্যের সাথে তাঁর জীবন দর্শন ও সাধক জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি যা লিখেছেন তার মর্ম মতেই তিনি সর্বদা কর্মাচরণ করেছেন।

তাঁর জীবন দর্শন বলতে তাঁর আধ্যাত্মিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই বুঝায়, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. স্রষ্টা-এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান।
২. সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন।
৩. কর্ম অনুযায়ী ফল।
৪. সদ্‌গুরুর প্রতি আত্ম নিবেদন।
৫. আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা।
৬. আত্মার ভুল সংশোন পূর্বক-মুক্তি সাধনা।
৭. ষড়রিপু দমন।
৮. মানবের প্রতি-স্রষ্টার তরফ হতে আদেশ, ঈশারা বা ইঙ্গিত স্বরূপ স্বপ্ন-সাধন।
৯. রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি করণ।
১০. নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন।

মহাগুরু রমিজ মারেফত এবং জ্ঞানমার্গের উচ্চতম স্তরের সাধক ছিলেন। যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা করে, সত্য জ্ঞান অর্জন করতঃ সত্যে পরিণত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন,
বিশ্ব মাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন"।

উপদেশ-২৬ (অলৌকিক সুধা)

গুরু রমিজের উক্ত আপ্তবাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, একজন সদ্‌গুরু বা চেতন গুরুর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান চর্চা করলে এবং সাধনায় লিপ্ত হলে সত্যে পরিণত হওয়া যায়, সত্য জ্ঞান তাঁর মধ্যে ফুটে উঠে। মহাবিশ্ব প্রকৃতি যার সৃষ্টি তাকেও চিনা যায়। মহাবিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় কর্মকান্ড সবই একজনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সকল বিষয়বোধ এবং আত্মবোধ তাঁর (সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তি) মধ্যে সৃষ্টি হবে। আর এই আত্মবোধ সম্বন্ধে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"যার হয়েছে আত্মবোধ, তাঁর হইল কর্মরোধ,
হইল সে খোদেখোদ, যখন যা তাঁর ইচ্ছায় করে"।

বাণী-১৩ (অলৌকিক সুধা)

যার আত্মবোধ সৃষ্টি হয়েছে তিনি সর্বপাপ, ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করেছেন। এমতাবস্থায় তিনিই আধ্যাত্মিক দর্শন অর্জন করবেন। সত্য ও দর্শনের অধিকারী হলে পরে তাঁর দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু খুলে যাবে।

উপরোক্ত আত্মবোধ, কর্মরোধ ও খোদেখোদ বলতে গুরু রমিজ ইহাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সদ্‌গুরু বা চেতন গুরুর সান্নিধ্যে এসে আরাধনা বা সাধনা করলে সত্য বা স্রষ্টার যত গুণাবলী আছে সবই তাঁর (সাধকের) মধ্যে স্ব-প্রকাশিত হবে। তিনি স্রষ্টাতে লয় হয়ে যাবেন। এভাবে স্ব-ভাবে সাধকের মধ্যে স্রষ্টার গুণাবলী স্ব-প্রকাশের ঘটনাকেই স্রষ্টাতে লয় হওয়া বুঝায়।

এই অবস্থায় তাঁর (সাধকের) ইচ্ছামতেই সকল আধ্যাত্মিক কর্ম সাধিত হবে। যারা সাধনার মাধ্যমে আত্মিক জ্ঞান অর্জন করতঃ উল্লেখিতভাবে সত্যে পরিণত হয়েছেন তাঁরাই আধ্যাত্মিক দার্শনিক ও দিব্যজ্ঞানী। তাঁরা মন ও মননে, চিন্তা ও চেতনায়, কর্ম ও সাধনায়, একেশ্বরবাদী (আল্লাহ্‌/স্রষ্টা এক) ও প্রেমবাদী।

মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হওয়ার জন্যই নানাভাবে সাধনা করেছেন। অর্থাৎ সাধনার বিভিন্ন মার্গের কর্ম করেছেন এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে সাধনার পথ দেখিয়েছেন।

গুরু রমিজ সর্বজীবে দয়া করা (তাঁর মতবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য) সাধনার উচ্চমার্গের পথ বলে মনে করতেন। এই বিষয়ে তাঁর দর্শন হলো জীব বা প্রাণী বধ করে অপর প্রণী বা নিজের মঙ্গল (মুক্তি) কামনা করা যায় না। পিতার কাছে যেমন মূর্খ, কুপুত্র, বিদ্বান সকল সন্তান-ই সমান ভালবাসা ও মায়া পেয়ে থাকে, তদ্রুপ সর্বজীবও স্রষ্টার সন্তান এবং তাঁর (স্রষ্টার) কাছে সমঅধিকার প্রাপ্য।

পিতার কোন সন্তানকে অপর কোন সন্তান পিতার সামনে হত্যা করলে পিতা যেমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তেমনি স্রষ্টার সন্তান মানুষ অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করলে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

মক্কা শরীফের পবিত্র কাবা শরীফে ও ইহার আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট স্থানে কোন প্রকার প্রাণী বা জীব হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন অবস্থায়ই সেখানে হত্যা করার কোন নিয়ম নীতি নেই। আর সেখানে হত্যা করা মানেই পাপ।

উপরোক্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে এবং মানবদেহের রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম সাধনের জন্য ও খাদ্য লোভ বা লিপ্সা সংবরণ করার নিমিত্তে গুরু রমিজ প্রাণী বা জীব হত্যা করে ইহাদের মাংস ভক্ষণ না করার উপদেশ দিয়েছেন। মাংসের পরিবর্তে নিরামিষ বা সবজি খওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর ভক্তদের এবং পরিবারের সদস্যদের এমনকি কোন কোন আত্মীয়গুস্বজনকে বলেছেন ***"তোমরা হাত-পা দ্বারা অথবা মুখের বাক্য দ্বারা সর্ব প্রকার হত্যা কর্ম বন্ধ কর। প্রাণী বা জীব হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে উদরস্থ করতঃ তোমাদের দেহকে প্রাণী এবং***

জীবের কবরস্থানে পরিণত করোনা। বরং তোমরা, আল্লাহ্ বা স্রষ্টার গড়া তোমাদের দেহকে কাবা শরীফের মর্যাদা দিয়ে সর্বপাপ বর্জন করতঃ আত্মশুদ্ধি এবং নিষ্কলুশ চরিত্র গঠন পূর্বক কাবা শরীফে রূপান্তরিত কর। নির্বিকার, নিষ্কলুশ এবং পরিশুদ্ধ দেহের পবিত্র হৃদয়েই (ক্বালব্ -এ) আল্লাহ্ বা স্রষ্টা বাস করেন"।

মহাগুরু রমিজ এবং তাঁর স্ত্রী নূরজাহান রমিজ আজীবন নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তিনি তাঁর দুই সংসারের তিন ছেলে সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সংসারের দুই ছেলেকেই তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচন করে রেখে গেছেন। তাঁরাও পিতার (গুরু রমিজের) আদর্শে আদর্শবান হয়ে তাঁর প্রদর্শিত বিধানে সুষ্ঠ্যভাবে ভক্ত পরিচালনা করছেন। রমিজ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই তাঁর বিধান মেনে চল্‌ছেন এবং তাঁরা নিরামিষ ভোজী। রমিজের বর্তমান জীবিত শিষ্যবৃন্দ ও তাঁর অনুসারী দুই ছেলের শিষ্যবৃন্দ সবাই নিরামিষ ভোজী এবং গুরু রমিজের আদেশ ও উপদেশ মেনে চল্‌ছেন।